ফোর-ইন-ওয়ান কুরআন শিক্ষা কোর্স

(লেভেল-১, ২য় ব্যাচ-(ক্লাস-৪)

বিষয়: আল্লাহর ইচ্ছা, মনে মোহর মেরে দেয়া ইত্যাদি কথার প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা

'আল্লাহর ইচ্ছায় হওয়া' কথার প্রচলিত ব্যাখ্যা

- কোনটি সঠিক? প্রচলিত মতে বিশ্বসমূহের সকল ঘটনা ঘটে এমনকি গাছের পাতাটিও পড়ে-

১. আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় ২. মানুষের তাৎক্ষণিক ইচ্ছায়
৩. পাতার তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় ৪. কোনোটি সঠিক নয় ৫. অন্যকিছু

- কোনটি সঠিক? তথ্যটি জানা ও বিশ্বাস করা মানুষের সংখ্যা-

১. শতভাগ ২. প্রায় শতভাগ ৩. অনেক ৪. খুব কম ৫. বলা কঠিন

কোন ধারণা বিশ্বাসের ভিত্তিতে পরের স্লাইডে আসা জনপ্রিয় গানটি রচিত হয়েছে?

এই যে দুনিয়া কিসেরও লাগিয়া কত যত্নে বানাইয়াছেন সাঁই!
ছায়াবাজি পুতুল রূপে বানাইয়া মানুষ
যেমনি নাচাও তেমনি নাচি পুতুলের কি দোষ
... ...
সর্প হইয়া দংশন কর, ওঝা হইয়া ঝাড়
হাকিম হইয়া হুকুম কর, পুলিশ হইয়া ধর
এই যে দুনিয়া কিসেরও লাগিয়া কত যত্নে বানাইয়াছেন সাঁই!

ধারণা বিশ্বাসটি হলো- আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় মানুষ ও বিশ্বসমূহের সকল ঘটনা-দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়।

এ ধারণাটি পৃথিবীতে চালু হওয়ার সময়কাল

- কোনটি সঠিক? প্রচলিত কথাটি চালু হয়েছে-

১. পৃথবীর শুরু থেকে ২. মুহাম্মাদী ইসলাম আসার পর
৩. সুফিবাদ শুরু হওয়ার পর ৪. কোনোটি সঠিক নয়

পৃথবীর শুরু থেকে
এর প্রমাণ-

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.

অনুবাদ: আর মুশরিকরা বলে- আল্লাহ চাইলে আমরা ও আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করতে পারতাম না এবং (তার অনুমতি ছাড়া) কোনো কিছু নিষিদ্ধও করতে পারতাম না।

11, Shahid Tajuddin Ahmed Sarani (7th Floor), Insaf Barakah Hospital Complex, Moghbazar, Dhaka, Bangladesh
Phone: 88-02-9341150, Mobile: 01199-474617, E-mail: qrfbd2012@gmail.com, Web: www.qrfbd.com

তাদের পূর্ববর্তীরাও এরূপ বলেছে। সুতরাং সুস্পষ্টভাবে (এ বিষয়ে আল্লাহর বাণী) পৌঁছে দেয়া ছাড়া রাসূলদের উপর আর কোনো দায়িত্ব আছে কী? (সূরা নাহল/১৬ : ৩৫)

'আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়' তথ্যটির প্রকৃত ব্যাখ্যা হারিয়ে যাওয়ায় মানব সভ্যতার যে ক্ষতি হয়েছে

❖ তিন ধরনের ক্ষতি হয়েছে-
   ১. বিশ্বমানতার সাধারণ ক্ষতি
   ২. আল্লাহর কিতাবের বক্তব্য বুঝতে না পারার মহাক্ষতি
   ৩. মুসলিম জাতির বিশেষ ক্ষতি।

১.বিশ্বমানতার সাধারণ ক্ষতি
দুষ্ট লোকেরা খারাপ কাজ করার যুক্তি খুঁজে পায়। তারা বলে, 'আল্লাহর চান বলেইতো আমরা এ (খারাপ) কাজটি করছি'।

২. আল্লাহর কিতাবের বক্তব্য বুঝতে না পারার মহাক্ষতি
আল্লাহর (গড/ভগবান) ইচ্ছা কথাটি ধারনকারী অসংখ্য বক্তব্য আল কুরআন ও অন্যান্য ঐশী গ্রন্থে আছে। ঐ সকল বক্তব্যের সঠিক অর্থ/ব্যাখ্যা বুঝতে না পারায়, বিভিন্ন দিক দিয়ে মানব সভ্যতার অপুরনীয় ক্ষতি হয়েছে ও হচ্ছে।

৩. মুসলিম জাতির বিশেষ ক্ষতি
১. মুসলিমরা কষ্টসাধ্য বা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। তারা ধরে নিয়েছে- কষ্ট করে বা ঝুঁকি নিয়ে একটি কাজ করার পরও ঐ কাজের ফল আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই হবে। তাই অযথা কষ্ট করা বা ঝুঁকি নেয়ার দরকার কী?

২. গবেষণা বন্ধ করে দিয়ে বিজ্ঞানের সকল দিকের শ্রেষ্ঠ মুসলিম জাতি আজ বিশ্বের অন্য সব জাতির তুলনায় ব্যাপকভাবে পিছিয়ে পড়েছে। যেমন-
ক. চিকিৎসা বিজ্ঞানে গবেষণার ব্যাপারে তারা মনে করেছে কষ্ট করে গবেষণা করে নতুন নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি বা ঔষধ আবিষ্কার করার কী দরকার? রোগ ভালো হবে কি হবে না এটিতো আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল
খ. গবেষণা করে উন্নতমানের যুদ্ধাস্ত্র তৈরী করা মুসলিমরা বেদরকারী মনে করেছে। তারা ধরে নিয়েছে- যুদ্ধের ফলাফল আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তাই উন্নত মানের যুদ্ধাস্ত্র থাকলে ফলাফল যা হবে, না থাকলেও ফলাফল তাই হবে।

৩. কুরআনে থাকা আল্লাহর ইচ্ছা কথাটি সঠিকভাবে বুঝতে না পারার মহাক্ষতি-
ক. অনেক মুসলিম এমনকি বড় আলিমের ছেলে-মেয়েরা নাস্তিক হয়েছে।
খ. বহু মুসলিমের ইসলামের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হতে কঠিন বাধার সৃষ্টি করে রেখেছে।
একটি উদাহরণ

يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ج فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيْدٌ . فَأَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَشَهِيْقٌ . خَالِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ ط إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيْدُ .

(হুদ/১১ : ১০৫-১০৭)

তাফসীরে মাযহারী- কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (রহ.)(১১৪৩ -১২২৫ হি.)
মূল তাফসীর আরবী ভাষায়- সেরহিন্দ পালিকেশন- ৮৯, যোগীনগর রোড-উয়ারী, ঢাকা- প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৯ইং

অনুবাদ : (১০৫) যখন সেদিন আসিবে সেদিন আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কেউ বাক্যালাপ করিতে পারিবে না।
(১০৬) উহাদিগের মধ্যে অনেকে হইবে হতভাগ্য ও অনেকে ভাগ্যবান। অতঃপর যারা হতভাগ্য তার থাকবে অগ্নিতে এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে চিৎকার ও আর্তনাদ।
(১০৭) সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে ততদির পর্যন্ত যতদিন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে যদি না তোমার রব অন্যরূপ ইচ্ছা করেন। তোমার রব যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন।

১০৭ নং আয়াতের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

خَالِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ ط إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيْدُ .

অনুবাদ : সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে ততদির পর্যন্ত যতদিন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে যদি না তোমার রব অন্যরূপ ইচ্ছা করেন। তোমার রব যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন। (হুদ/১১ : ১০৭)

ব্যাখ্যা: কোন কোন আলিম বলেছেন- এখানে 'মাশাআ' শব্দটির মূল রূপ হবে 'মানশাআ'। আর মাশাআর উদ্দেশ্য হবে পাপিষ্ঠ মুমিন। আল্লামা সুয়ুতী তাঁর বুদুরুস সাফিরাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন- আলোচ্য আয়াতে 'ইল্লা' শব্দটি 'লা' (না সূচক) অর্থে ব্যবহৃত। তাই, এর অর্থ ব্যতিক্রমী না হয়ে হবে 'ব্যতীত'। এই ব্যাখ্যাটির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ দাড়াবে- হাশরের মাঠের অবস্থানকাল হবে আকাশ ও ভূমন্ডলের স্থিতিকালের সমান। আর অনন্তকালের অবস্থিতি হবে আল্লাহ পাকের অভিপ্রায়রূপ (ইচ্ছা)। ঐ অবস্থিতিই চিরকালীন অবস্থিতি।

প্রকৃত কথা হচ্ছে- বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে প্রয়োজন গভীরতর প্রজ্ঞার। কেউ কেউ বলেছেন এখানে 'ইল্লা' শব্দটি 'ওয়াও' বা 'এবং' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে- 'লিআললা ইয়াকুনা... ... (তোমাদের বিরুদ্ধে যেন কোন প্রমাণ না থাকে, না মানবকুলের না অত্যাচারীদের)। কাতাদহ বলেছেন- আমাদের জ্ঞান আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ ধারণ করতে অক্ষম। কাজেই শেষ কথা হচ্ছে, আল্লাহপাকই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত। (ইবনে কাসীর রহ. কাতাদাহ রহ.-এর উল্লিখিত কথাটি বর্ণনা করেছেন এভাবে- এ সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালারই রয়েছে)

'আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সবকিছু হয়' কথাটির উৎস

আল কুরআন(মালিকের মূল বা ব্যাখ্যাকারী বক্তব্য)
তথ্য-১

مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ ط وَمَنْ يَّشَاْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ .

সরল অনুবাদ: আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন, আর যাকে ইচ্ছা স্থায়ী পথে পরিচালনা করেন। (আনআম/৬ : ৩৯)

প্রচলিত ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'য়ালার তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় মানুষ বিপথগামী হয় এবং সঠিক পথ পায়

তথ্য-২

فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ ط

সরল অনুবাদ: অত:পর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। (বাকারাহ/২: ২৮৪)

প্রচলিত ব্যাখ্যা: মানুষের ক্ষমা ও শাস্তি পাওয়া আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল

তথ্য-৩

وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَاللهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ .

সরল অনুবাদ: আর তোমাদের ইচ্ছায় কিছুই হয় না যতোক্ষণ না রাব্বুল আলামীন আল্লাহ ইচ্ছা করেন। (তাকবীর/৮১ : ২৯)

প্রচলিত ব্যাখ্যা: মানুষের ইচ্ছায় কিছুই হয় না। সবকিছু হয় আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায়

তথ্য-৪

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ز وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

সরল অনুবাদ: বলুন- রাজত্বের মালিক হে আল্লাহ, তুমি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দাও এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নাও। যাকে ইচ্ছা সম্মান দাও এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত করো। সকল কল্যাণ তোমার হাতে নিহিত। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশক্তিমান। (আলে-ইমরান/৩ : ২৬)

প্রচলিত ব্যাখ্যা: আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছা ব্যতীত কেউ রাজত্ব পায় না বা হারায় না। কেউ সম্মান পায় না বা অপমানিত হয় না।

আল হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)
আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। প্রায়ই রাসূল (সা.) এই দোয়া করতেন-প্রভু! আমার মনকে তোমার দ্বীনের উপর মজবুত রাখ। একবার আমি বললাম- হে আল্লাহর নবী! আমরা আপনাতে এবং আপনি যে দ্বীন এনেছেন তাতে বিশ্বাস এনেছি। আপনি কি আমাদের সম্পর্কে ভয় করেন? উত্তরে রাসূল (সা.) বলেন- হ্যাঁ। কেননা, সকল মন আল্লাহ তায়ালার আংগুলসমূহের দু'টি আংগুলের মধ্যে রয়েছে। তিনি নিজ ইচ্ছামত তা পরিবর্তন করে থাকেন। (আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: তিরমিজি, হাদীস নং-২১৪০)

প্রচলিত ব্যাখ্যা: আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় মানুষের অন্তর পরিবর্তীত হয় । এ ধরনের আয়াত ও হাদীসের প্রচলিত ব্যাখ্যা থেকে মুসলিম সমাজে চালু হয়েছে- আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় মহাবিশ্বের সকল ঘটনা-দূর্ঘটনা সংঘটিত হয়।

'আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সকলকিছু সংঘটিত হয়'কথাটির গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

Common sense(মালিকের নিয়োদকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)

- দৃষ্টিকোণ-১
  - ❑ বাস্তবতা বিরুদ্ধ হওয়ার দৃষ্টিকোণ

- কোনটি সঠিক? বাস্তবে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টা না থাকলে-
  ১. কোন কাজ সংঘটিত হয় না ২. সকল কাজ সংঘটিত হয় ৩. বলা কঠিন

তাই, আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় মানুষ ও মহাবিশ্বের সকল বিষয় সংঘটিত হয় কথাটি সম্পূর্ণ অবাস্তব

- দৃষ্টিকোণ-২
  - ❑ অন্যায় কাজের জন্য মানুষকে দায়ী করা অযৌক্তিক হওয়ার দৃষ্টিকোণ

- কোনটি সঠিক? আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সকল কাজ সংঘটিত হলে অন্যায় কাজের জন্য মানুষকে দায়ী করা-
  ১. যৌক্তিক হয় ২. অযৌক্তিক হয় ৩. বলা কঠিন

- দৃষ্টিকোণ-৩
  - ❑ পরকালে কর্মের ভিত্তিতে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া ন্যায় বিচার না হওয়ার দৃষ্টিকোণ

- কোনটি সঠিক? আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সকল কাজ সংঘটিত হলে পরকালে কর্মের ভিত্তিতে মানুষকে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া-
  ১. ন্যায়বিচার হয় ২. ন্যায়বিচার হয় না ৩. বলা কঠিন

তাই, এ পর্যায়ে এসে সহজে বলা যায়- 'আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সবকিছু সংঘটিত হয়' কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়।

আল কুরআন(মালিকের মূল বা ব্যাখ্যাকারী বক্তব্য)
তথ্য-১

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ .

অনুবাদ: মানুষ শুধু তাই পায় যার জন্য সে চেষ্টা-সাধনা করে (কর্মপ্রচেষ্টা চালায়)। (নাজম/৫৩ : ৩৯)

11, Shahid Tajuddin Ahmed Sarani (7th Floor), Insaf Barakah Hospital Complex, Moghbazar, Dhaka, Bangladesh
Phone: 88-02-9341150, Mobile: 01199-474617, E-mail: qrfbd2012@gmail.com, Web: www.qrfbd.com

তথ্য-২

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فق فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ لا

অনুবাদ: আর বলো- এ সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে; সুতরাং যার ইচ্ছা ঈমান আনুক, আর যার ইচ্ছা প্রত্যাখান করুক। (কাহাফ/১৮ : ২৯)

তথ্য-৩

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ

অনুবাদ: মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে। (রুম/৩০ : ৪১)

তথ্য-৪

اِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ط

অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহ কোনো জাতির অবস্হার পরিবর্তন করেন না যতোক্ষণ না জাতির লোকেরা নিজেদের অবস্হার পরিবর্তন করে। (রা'দ/১৩ : ১১)

তথ্য-৫

اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا .

অনুবাদ: আমি তাদের সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছি। এখন তারা (নিজ ইচ্ছায় তা অনুসরণ করে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়ে) শোকরকারী হতে পারে অথবা অমান্যকারী হতে পারে। (দাহর/৭৩ : ৩)

তথ্য-৬

وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ .

অনুবাদ: তোমাদের উপর যে বিপদ আসে তা তোমাদের নিজ হাতের অর্জন। আর আল্লাহ নিজ থেকে অনেক (বিপদ) মাফ করে দেন। (শুরা/৪২ : ৩০)

তথ্য-৭

وَمَا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ط

অনুবাদ: আর তোমার উপর যে বিপদ আসে তা তোমার নিজ অর্জন। (নিসা/৪ : ৭৯)

এগুলোসহ আরো অনেক আয়াতের সরাসরি বক্তব্য থেকে জানা যায়- ঘটনা-দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার বিরাট ভুমিকা আছে। তাই, এ পর্যায়ে এসে নিশ্চিতভাবে বলা যায়- 'আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সকল কিছু সংঘটিত হয়' কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়।

আল হাদীস(মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস-১

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূল (সা.) কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো- হে আল্লাহর রাসূল! (হারিয়ে না যাওয়ার ব্যাপারে) আমি উটকে বেঁধে রেখে তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর ভরসা) করবো, না ছেড়ে দিয়ে তাওয়াক্কুল করবো? তিনি বললেন- উটকে আগে বেঁধে রাখো, তারপর তাওয়াক্কুল করো।
(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: তিরমিজি,হাদীস নং-২৫১৭)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানি থেকে জানা যায়- উট হারিয়ে না যাওয়া তথা ঘটনা-দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার বিরাট ভুমিকা আছে

হাদীস-২
জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন- রাসূল সা. বলেছেন- সকল রোগের জন্যে চিকিৎসা (ঔষধ) আছে। যখন সঠিক ঔষধ রোগের জন্যে প্রয়োগ করা হয় তখন রুগী আল্লাহর ইচ্ছায় সেরে উঠে।
(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: মুসলিম,হাদীস নং-২১)

'ইচ্ছা' সম্পর্কিত আপাত: বিরোধী আয়াত ও হাদীস নিয়ে সমস্যা

আমরা দেখতে পেলাম- 'ইচ্ছা' সম্পর্কিত আপাত: বিরোধী আয়াত ও হাদীস উপস্থিত আছে
কিন্তু কুরআন বলছে-

وَ اِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِى الْكِتَابِ لَفِىْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ .

অনুবাদ: আর নিশ্চয় যারা কিতাবটির মধ্যে (পরস্পর) বিরোধিতা (আবিষ্কার) করেছে তারা অবশ্যই জেদের বশবর্তী হয়ে (সত্য হতে) অনেক দূরে চলে গিয়েছে। (বাকারা/২: ১৭৬)

'ইচ্ছা' সম্পর্কিত আপাত: বিরোধী আয়াত ও হাদীসের সমস্যার বর্তমান যুগের সমাধান

- ইচ্ছার প্রকারভেদ
  ১. তাৎক্ষণিক ইচ্ছা (Instantaneous wish)
  ২. অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা (Non-instantaneous wish)

তাৎক্ষণিক ইচ্ছা প্রয়োগ করা হয় কার্য সম্পাদনের সময়। আর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা প্রয়োগ করা হয় পূর্বে তৈরি করে রাখা প্রোগ্রামের (প্রাকৃতিক আইন, নিয়ম-কানুন, নীতিমালা, বিধি-বিধান) মাধ্যমে। আল্লাহ তা'য়ালা মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুরুতে সকল কিছুর জন্য দুই ধরনের প্রোগ্রাম করে রেখেছেন-
১. সফল হওয়ার প্রোগ্রাম
২. ব্যর্থ হওয়ার প্রোগ্রাম

এ তথ্যটি আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ .

অনুবাদ: আর আমরা তাকে (মানুষকে) উভয় (সঠিক ও ভুল) পথের পথনির্দেশ করেছি (প্রোগ্রাম জানিয়ে দিয়েছি)।(বালাদ/৯০ : ১০)

তাই-
১. কোনো কাজ সফল হয় তখন যখন- ব্যক্তি তার ইচ্ছা ও কর্ম প্রচেষ্টা ঐ কাজের আল্লাহর তৈরি সফল হওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রয়োগ করে। অর্থাৎ সফলতার অর্থ হলো- মানুষের তাৎক্ষণিক ইচ্ছা ও কর্ম প্রচেষ্টা, আল্লাহর সফলতামূলক অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা (সফলতামূলক প্রোগ্রাম) অনুযায়ী হওয়া

২. কোনো কাজ ব্যর্থ হয় তখন যখন- ব্যক্তি তার ইচ্ছা ও কর্ম প্রচেষ্টা ঐ কাজের আল্লাহর তৈরি ব্যর্থ হওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রয়োগ করে। অর্থাৎ ব্যর্থতার অর্থ হলো- মানুষের তাৎক্ষণিক ইচ্ছা ও কর্ম প্রচেষ্টা, আল্লাহর ব্যর্থতামূলক অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা (ব্যর্থতামূলক প্রোগ্রাম) অনুযায়ী হওয়া।

❖ আল্লাহর তৈরি ঐ প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইনের বৈশিষ্ট্য হলো-

১. সেখানে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে স্হান দেয়া আছে মানুষের ইচ্ছা, কর্মপ্রচেষ্টা, নিষ্ঠা, ধৈর্য, সাহসিকতা, ত্যাগ, একতা ইত্যাদি
২. সেখানে আছে আল্লাহর নির্দিষ্ট করা ও জানা কিন্তু মানুষের অজানা বা জানা আরো অসংখ্য অনুঘটক (Factor)
৩. আল্লাহ ব্যতীত কেউ ঐ প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইনের বিধান পরিবর্তন করতে পারে না

‘আল্লাহর ইচ্ছা’ কথাটির প্রকৃত অর্থ অনুযায়ী পূর্বে উল্লেখিত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

তথ্য-১

مَنْ يَّشَاِ اللهُ يُضْلِلْهُ ط وَمَنْ يَّشَاْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ .

অনুবাদ: আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন, আর যাকে ইচ্ছা স্থায়ী পথে পরিচালনা করেন। (আনআম/৬ : ৩৯)

ব্যাখ্যা: আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিপথগামী ও স্থায়ী সঠিক পথ পাওয়ার প্রোগ্রাম (বিধি-বিধান/প্রাকৃতিক আইন/নিয়ম-নীতি) অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টা চালানোর ফলে কেউ বিপথগামী হয় এবং কেউ সঠিক পথ পায়

তথ্য-২

وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَاللهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ .

সরল অনুবাদ: আর তোমাদের ইচ্ছায় কিছুই হয় না যতোক্ষণ না রাব্বুল আলামীন আল্লাহ ইচ্ছা করেন। (তাকবীর/৮১ : ২৯)

সঠিক ব্যাখ্যা: আর তোমাদের তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় কিছুই সংঘটিত হয় না। ঘটনা-দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় যখন আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি করে রাখা ঘটনা-দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী তোমাদের তাৎক্ষণিক ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টা প্রয়োগ করা হয়।

তথ্য-৩

فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ ط

সরল অনুবাদ: অত:পর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। (বাকারাহ/২: ২৮৪)

সঠিক ব্যাখ্যা: আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম (বিধি-বিধান) অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টার ফলে কেউ ক্ষমা ও কেউ শাস্তি পায়।

কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া আল্লাহ তা'য়ালার গুনাহ মাফের সে প্রোগ্রাম হলো-

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلاَّ اللَّمَمَ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ط

অনুবাদ: যারা কবীরা গুনাহসমূহ (শিরক ও অন্যান্য বড় গুনাহ) ও অশ্লীল কাজ থেকে মুক্ত থাকবে/মুক্ত হবে) কিন্তু কবীরা থেকে ছোট মাত্রার গুনাহ থেকে নয় (তাদের ব্যাপারে) নিশ্চয় তোমার রবের ক্ষমার পরিধি ব্যাপক। (সূরা নাজম/৫৩ : ৩২)

তথ্য-৪

قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ز وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

অনুবাদ: বলো- রাজত্বের মালিক হে আল্লাহ,তুমি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দাও এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নাও। যাকে ইচ্ছা সম্মান দাও এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর। সকল কল্যাণ তোমার হাতে নিহিত। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশক্তিমান।(আলে-ইমরান/৩ : ২৬)

সঠিক ব্যাখ্যা: বলুন- রাজত্বের মালিক হে আল্লাহ, তোমার অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা তোমার তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টার ফলে কেউ রাজত্ব পায় এবং কেউ রাজত্ব হারায়; কেউ সম্মান পায় এবং কেউ অপমানিত হয়; সকল কল্যাণ তোমার হাতে নিহিত; নিশ্চয়ই তুমি সর্বশক্তিমান।

<u>'আল্লাহর ইচ্ছা' কথাটির প্রকৃত অর্থ অনুযায়ীপূর্বে উল্লেখিত হাদীসসমূহের ব্যাখ্যা</u>

হাদীস-১

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূল (সা.) কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো- হে আল্লাহর রাসূল! (হারিয়ে না যাওয়ার ব্যাপারে) আমি উটকে বেঁধে রেখে তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর ভরসা) করবো, না ছেড়ে দিয়ে তাওয়াক্কুল করবো? তিনি বললেন- উটকে আগে বেঁধে রাখো, তারপর তাওয়াক্কুল করো।
(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: তিরমিজি,হাদীস নং-২৫১৭)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানি থেকে জানা যায় উট হারিয়ে না যাওয়া জন্য-
১. আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে
২. আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইতে হবে।

হাদীস-২

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন- রাসূল সা. বলেছেন- সকল রোগের জন্যে চিকিৎসা (ঔষধ) আছে। যখন সঠিক ঔষধ রোগের জন্যে প্রয়োগ করা হয় তখন রুগী আল্লাহর ইচ্ছায় সেরে উঠে।
(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: মুসলিম,হাদীস নং-২১)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানি থেকে জানা যায়- আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী চিকিৎসা নেয়ার পর রোগ ভাল হয়।

হাদীস-৩

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - وَهُوَ ابْنُ ثَوْرٍ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ فَقَالَ : " أَىْ عَمِّ قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " . فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ : يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ . فَلَمْ يَزَالاَ يُكَلِّمَانِهِ حَتَّى كَانَ آخِرُ شَىْءٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ " . فَنَزَلَتْ (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ) وَنَزَلَتْ (إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ) .

অনুবাদ : ইমাম নাসাঈ (রহ.), মুসাইয়্যাব (রা.)-এর বর্ণনা সনদের চতুর্থ ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল আলা (রহ.)-এর থেকে শুনে তাঁর সুনান গ্রন্থে লিখেছেন-

মুসাইয়্যাব (রা.) বলেছেন- যখন আবু তালেবের মৃত্যু উপস্থিত হলো তখন রাসূল (স.) তার কাছে আসলেন। সে সময় তার সামনে আবু জাহল ও আবদুল্লাহ ইবনু আবু উমাইয়াও ছিল। তিনি বললেন হে চাচাজান আপনি একবার বলুন- لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ । আমি তাই নিয়ে আল্লাহর নিকট যথাসাধ্য চেষ্টা চালাব (সাফায়াত করব)। তখন আবু জাহল ও আবদুল্লাহ ইবনু আবু উমাইয়া বললো- হে আবু তালিব, আপনি কি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে সরে যাবেন? তারা সর্বক্ষণই এ কথা বলতে থাকল। শেষ পর্যন্ত তার মুখ দিয়ে শেষ শব্দ যা বের হয়ে ছিল তা ছিল- আমি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে মৃত্যুবরণ করছি। তখন রাসূল (স.) বললেন- আমি আপনার জন্য অবশ্যই অবশ্যই মাগফিরাত চাইবো যতক্ষন না আমাকে নিষেধ করা হয়।

তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়-

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

(আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মু'মিনদের জন্য সঙ্গত নয় যখন তাদের কাছে এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী) (সূরা তাওবা/৯ : ১১৩)

আর এ আয়াতও অবতীর্ণ হয়-

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ

{নিশ্চয় তুমি যাকে ভালোবাসো (চাইলেই) তাকে সঠিক পথে আনতে পারবে না, তবে আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা সঠিক পথপ্রদর্শন করেন} (সূরা কাসাস/২৮ : ৫৬)
(নাসাঈ, আস-সুনান, হাদীস নং ২০৩৫।)

'আল্লাহর ইচ্ছা' কথাটির অর্থ 'আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা' ধরা যে সকল কারণে গ্রহণযোগ্য হবে

কারণ-১

কার্য সম্পাদনের ব্যাপারে মানুষের ইচ্ছা, কর্মপ্রচেষ্টা, ধৈর্য, দৃঢ়তা, নিষ্ঠা, ত্যাগ, সাহসিকতা, একতা, ইত্যাদির যথাযথ ভূমিকা থাকে

কারণ-২

কর্মফলের জন্যে মানুষকে দায়ী করা যৌক্তিক হয়। কারণ, মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার মূল্য আছে

কারণ-৩
আমলের ভিত্তিতে পরীক্ষা নিয়ে জান্নাতের পুরস্কার বা জাহান্নামের শাস্তি দেয়া ইনসাফ ভিত্তিক হয়

কারণ-৪
আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব (উলুহিয়াত বা রুবুবিয়াত) বজায় থাকে। (সকল ঘটনা-দূর্ঘটনা আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিধি-বিধান, প্রাকৃতিক আইন বা প্রোগ্রাম অনুযায়ী হয় এবং তিনি ছাড়া কেউ তা পরিবর্তন করতে পারে না)

কারণ-৫
কুরআনের আয়াত ও রাসূল (সা.) এর হাদীসের বক্তব্য পরস্পর বিরোধী না হয়ে সম্পূরক হয়

কারণ-৬
Common sense-এর সম্পূরক হয়

<u>'আল্লাহর ইচ্ছা' কথাটির প্রকৃত অর্থ কতটুকু বুঝতে পারা গেছে সে বিষয়ে একটি পরীক্ষা</u>

وَلاَ تَقُوْلَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذَالِكَ غَدًا . اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ اللهُ ز وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسى اَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّىْ لِاَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا .

সরল অনুবাদ: কোনো বিষয় সম্পর্কে কখনও এরকম বলো না যে, আগামীকাল আমি কাজটি করবো। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া; ভুলবশত কখনও এরকম বলে ফেললে তোমার রবকে স্মরণ করবে এবং বলবে- আশা আছে আমার রব কাজটির শতভাগ সঠিক পথের কাছাকাছি অবস্থানের দিকে আমাকে পথ দেখাবেন। (কাহাফ/১৮ : ২৩, ২৪)

আয়াতখানির সরল অনুবাদের ব্রাকেটের স্থানে কি শব্দ বা কথা হবে? কোনো বিষয় সম্পর্কে কখনও এরকম বলো না যে, আগামীকাল আমি কাজটি () করবো। যদি না আল্লাহ () ইচ্ছা করেন; ভুলবশত কখনও এরকম বলে ফেললে তোমার রবকে স্মরণ করবে এবং বলবে- আশা আছে আমার রব কাজটির শতভাগ সঠিক অবস্থানের কাছাকাছি স্থানের দিকে আমাকে পথ দেখাবেন।

ব্রাকেট পূর্ণ করে অনুবাদ:
কোনো বিষয় সম্পর্কে কখনও এরকম বলো না যে, আগামীকাল আমি কাজটি (শতভাগ সঠিকভাবে) করবো। যদি না আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) ইচ্ছা করেন; ভুলবশত কখনও এরকম বলে ফেললে তোমার রবকে স্মরণ করবে এবং বলবে- আশা আছে আমার রব কাজটির শতভাগ সঠিক অবস্থানের কাছাকাছি স্থানের দিকে আমাকে পথ দেখাবেন।

আয়াতখানির ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ:
কোনো বিষয় সম্পর্কে কখনও এরকম বলো না যে, আগামীকাল আমি কাজটি শতভাগ সঠিকভাবে করবো। এটি সম্ভব নয়। কারণ, একটি কাজ, আল্লাহর তৈরি সফল হওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী শতভাগ নিখুতভাবে পালন করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। ভুলবশত কখনও এরকম বলে ফেললে রবকে স্মরণ করে দোয়া

11, Shahid Tajuddin Ahmed Sarani (7th Floor), Insaf Barakah Hospital Complex, Moghbazar, Dhaka, Bangladesh
Phone: 88-02-9341150, Mobile: 01199-474617, E-mail: qrfbd2012@gmail.com, Web: www.qrfbd.com

করতে হবে- হে আমার রব! কাজটির শতভাগ সঠিক অবস্থানের কাছাকাছি স্থানের দিকে আমাকে পথ দেখান।

‘আল্লাহর অনুমতি’ কথাটি ধারণকারী কয়েকটি আয়াত ও তার প্রচলিত ব্যাখ্যা

তথ্য-১

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ إلاَّ بِاِذْنِ اللهِ.

সরল অনুবাদ: আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ ঈমান আনতে পারে না।(ইউনুস/১০ : ১০০)

প্রচলিত ব্যাখ্যা: আল্লাহ তাৎক্ষণিকভাবে অনুমতি না দিলে কেউ ঈমান আনতে পারে না

তথ্য-২

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ إِلَّا بِاِذْنِ اللهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا ط

সরল অনুবাদ: আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারো মৃত্যু হতে পারে না, মৃত্যুর অনুমতি সুস্পষ্টভাবে (উম্মুল কিতাবে) লিপিবদ্ধ আছে। (আলে-ইমরান/৩: ১৪৫)

প্রচলিত ব্যাখ্যা: আল্লাহ তাৎক্ষণিক অনুমতি ব্যতীত কারো মৃত্যু হয় না

তথ্য-৩

وَمَا هُمْ بِضَارِّيْنَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّابِاِذْنِ اللهِ.

সরল অনুবাদ: তবে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া এর (যাদুর) মাধ্যমে তারা (কারো) কোনো ক্ষতি করতে পারতো না। (বাকারা/২ : ১০২)

প্রচলিত ব্যাখ্যা: আল্লাহর তাৎক্ষণিক অনুমতি ছাড়া তারা যাদুর দ্বারা মানুষের ক্ষতি করতে পারতো না

তথ্য-৪

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ

সরল অনুবাদ: আমরা এ উদ্দেশ্যই রাসূল প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহর অনুমতি অনুযায়ী তার আনুগত্য করা হবে (নিসা/৪ : ৬৪)

প্রচলিত ব্যাখ্যা: প্রত্যেক রাসূলকে আল্লাহর তাৎক্ষণিক অনুমতির আলোকে আনুগত্য করার জন্য পাঠানো হয়েছে

তথ্য-৫

وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ

সরল অনুবাদ: আর তোমাদের (মু’মিনদের) মধ্যে এক হাজার জন থাকলে আল্লাহর অনুমতিতে দুই হাজারের উপর বিজয়ী হবে। (আনফাল/৮ : ৬৬)

প্রচলিত ব্যাখ্যা: আর তোমাদের মধ্যে এক হাজার জন থাকলে আল্লাহর তাৎক্ষণিক অনুমতিতে দুই হাজারের উপর বিজয়ী হবে

11, Shahid Tajuddin Ahmed Sarani (7th Floor), Insaf Barakah Hospital Complex, Moghbazar, Dhaka, Bangladesh
Phone: 88-02-9341150, Mobile: 01199-474617, E-mail: qrfbd2012@gmail.com, Web: www.qrfbd.com

এ ধরনের আরো আয়াত কুরআনে আছে। আর এর প্রচলিত ব্যাখ্যা থেকে মুসলিম সমাজে চালু হয়েছে- মানুষ ও মহাবিশ্বের সকল ঘটনা-দুর্ঘটনা ও তার ফল আল্লাহর তাৎক্ষণিক অনুমতির আলোকে হয়

‘আল্লাহর অনুমতি’ কথাটি ধারণকারী আয়াতসমূহের প্রচলিত ব্যাখ্যার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

Common sense ও কুরআনের যে সকল দলিলের ভিত্তিতে ‘আল্লাহর ইচ্ছা’ কথাটি ধারণকারী (অধিকাংশ) আয়াত ও হাদীসের অর্থ ‘আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছা’ ধরা গ্রহণযোগ্য হবে না বলে আমরা জেনেছি, সে একই কারণে ‘আল্লাহর অনুমতি’ কথাটি ধারণকারী (অধিকাংশ) আয়াতের অর্থ ‘আল্লাহর তাৎক্ষণিক অনুমতি’ ধরা গ্রহণযোগ্য হবে না

‘আল্লাহর অনুমতি’ কথাটি ধারণকারী আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা

অনুমতি দু’ধরনের-

১. ‘তাৎক্ষণিক অনুমতি’ (Instanteneous Permission)
২. ‘অতাৎক্ষণিক অনুমতি’ (Non-instanteneous Permission)

- তাৎক্ষণিক অনুমতি: যে অনুমতি দেয়া হয় কার্যসম্পাদনের পূর্ব মুহূর্তে
- অতাৎক্ষণিক অনুমতি: যে অনুমতি দেয়া হয় কার্যসম্পাদনের পূর্বে তৈরি করা প্রোগ্রামের (বিধি-বিধান/নীতিমালা /প্রাকৃতিক আইন) মাধ্যমে

উদাহরণ

ধরুন, একমাস আগে আপনি গ্রামের বাড়ীতে আপনার বড় ভাইয়ের নিকট ১০, ০০০ টাকা রেখে বলে এসেছেন- অমুক অবস্হার কোন ব্যক্তি এসে সাহায্য চাইলে তাকে ঐ টাকা থেকে ১,০০০ টাকা দিয়ে দিতে। গতকাল ঐ ধরনের এক ব্যক্তি এসে সাহায্য চাইলে আপনার বড় ভাই তাকে ১,০০০ টাকা দিয়েছে।

কোনটি সঠিক? আপনার ভাই ঐ টাকা দিয়েছে আপনার-

১. অনুমতি ছাড়া　　২. তাৎক্ষণিক অনুমতিতে
৩. অতাৎক্ষণিক অনুমতিতে　　৪. বলা কঠিন

‘আল্লাহর অনুমতি’ কথাটির অর্থ আল্লাহর অতাৎক্ষণিক অনুমতি তথা আল্লাহর পূর্বে নির্ধারণ করে রাখা প্রোগ্রাম ধরলে পূর্বে উল্লিখিত আয়াত সমূহের যে অর্থ ও ব্যাখ্যা দাঁড়ায়-

তথ্য-১

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤمِنَ اِلاَّ بِاِذْنِ اللهِ.

সরল অনুবাদ: আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ ঈমান আনতে পারে না। (ইউনুস/১০ : ১০০)

প্রকৃত ব্যাখ্যা: আল্লাহ অতাৎক্ষণিক অনুমতি তথা আল্লাহর পূর্বে নির্ধারণ করে রাখা প্রোগ্রাম অনুযায়ী চেষ্ঠা-সাধনা না হলে কেউ ঈমান আনতে পারে না

- তথ্য-২

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا ط

সরল অনুবাদ: আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারো মৃত্যু হতে পারে না, মৃত্যুর অনুমতি সুস্পষ্টভাবে (উম্মুল কিতাবে) লিপিবদ্ধ আছে। (আলে-ইমরান/৩: ১৪৫)

প্রকৃত ব্যাখ্যা: আর আল্লাহর অতাৎক্ষণিক অনুমতি ছাড়া তথা আল্লাহর পূর্বে নির্ধারণ করে রাখা প্রোগ্রাম অনুযায়ী মৃত্যুর অনুঘটকের সমন্বয় না হলে কারো মৃত্যু হয় না। মৃত্যুর ঐ প্রোগ্রাম সুস্পষ্টভাবে (উম্মুল কিতাবে) লিপিবদ্ধ আছে

- তথ্য-৩

وَمَا هُمْ بِضَارِّيْنَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّابِإِذْنِ اللهِ.

সরল অনুবাদ: তবে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া এর (যাদুর) মাধ্যমে তারা (কারো) কোন ক্ষতি করতে পারতো না। (বাকারা/২ : ১০২)

প্রকৃত ব্যাখ্যা: আল্লাহর অতাৎক্ষণিক অনুমতি তথা আল্লাহর পূর্বে নির্ধারণ করে যাদু দ্বারা মানুষের ক্ষতি হওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রয়োগ না করলে তারা যাদু দ্বারা মানুষের ক্ষতি করতে পারতো না

- তথ্য-৪

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ

সরল অনুবাদ: আমরা এ উদ্দেশ্যই রাসূল প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহর অনুমতি অনুযায়ী তার আনুগত্য করা হবে।(নিসা/৪ : ৬৪)

প্রকৃত ব্যাখ্যা: আমরা এ উদ্দেশ্যই রাসূল প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহর অতাৎক্ষণিক অনুমতি তথা আল্লাহর পূর্বে নির্ধারণ করে রাখা প্রোগ্রাম অনুযায়ী তার আনুগত্য করা হবে

- তথ্য-৫

وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ

সরল অনুবাদ: আর তোমাদের মধ্যে এক হাজার জন থাকলে আল্লাহর ইচ্ছায় দুই হাজারের উপর বিজয়ী হবে।(আনফাল/৮ : ৬৬)

প্রকৃত ব্যাখ্যা: আর তোমাদের মধ্যে এক হাজার জন হলে আল্লাহর অতাৎক্ষণিক অনুমতি তথা আল্লাহর পূর্বে নির্ধারণ করে রাখা প্রোগ্রাম অনুযায়ী দুই হাজারের উপর বিজয়ী হবে।

<u>কুরআন ও হাদীস থাকা 'আল্লাহর অনুমতি' কথাটির অর্থ 'আল্লাহর অতাৎক্ষণিক অনুমতি' ধরা যে সকল কারণে গ্রহণযোগ্য হবে</u>

- কারণ-১

কার্য সম্পাদনের ব্যাপারে মানুষের ইচ্ছা, কর্মপ্রচেষ্টা, ধৈর্য, দৃঢ়তা, নিষ্ঠা, ত্যাগ, সাহসিকতা, একতা, ইত্যাদির যথাযথ ভূমিকা থাকে

11, Shahid Tajuddin Ahmed Sarani (7th Floor), Insaf Barakah Hospital Complex, Moghbazar, Dhaka, Bangladesh
Phone: 88-02-9341150, Mobile: 01199-474617, E-mail: qrfbd2012@gmail.com, Web: www.qrfbd.com

- কারণ-২

কর্মফলের জন্যে মানুষকে দায়ী করা যৌক্তিক হয়। কারণ, মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার মূল্য আছে

- কারণ-৩

আমলের ভিত্তিতে পরীক্ষা নিয়ে জান্নাতের পুরস্কার বা জাহান্নামের শাস্তি দেয়া ইনসাফ ভিত্তিক হয়

- কারণ-৪

আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব (উলুহিয়াত বা রুবুবিয়াত) বজায় থাকে। (সকল ঘটনা-দূর্ঘটনা আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিধি-বিধান, প্রাকৃতিক আইন বা প্রোগ্রাম অনুযায়ী হয় এবং তিনি ছাড়া কেউ তা পরিবর্তন করতে পারে না)

- কারণ-৫

কুরআনের আয়াত ও রাসূল (সা.) এর হাদীসের বক্তব্য পরস্পর বিরোধী না হয়ে সম্পূরক হয়

- কারণ-৬

Common sense-এর সম্পূরক হয়

মন ও কানে মোহর এবং চেখে পর্দা দিয়ে দেয়া বক্তব্য ধারণকারী আয়াতের প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা

মন ও চোখে পর্দা দিয়ে দেয়ামূলক বক্তব্যধারনকারী আয়াত ও তার প্রচলিত ব্যাখ্যা

- তথ্য-১

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ . خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ .

সরল অনুবাদ: নিশ্চয় যারা (কুরআন ও সুন্নাহ) অস্বীকার করে তাদের তুমি সতর্ক করো বা না করো তাদের জন্য সমান, তারা ঈমান আনবে না। আল্লাহ তাদের মনে ও কানে মোহর মেরে দিয়েছেন; আর তাদের চোখের উপর রয়েছে আবরণ; আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। (বাকারা/২ : ৬-৭)

- তথ্য-২

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ .

অনুবাদ: তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছো যে নিজ খেয়াল-খুশীকে তার ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? আর আল্লাহ স্বজ্ঞানে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন এবং তার কান ও মনে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর পর্দা এঁটে দিয়েছেন, অতএব আল্লাহর পরে কে তাকে পথনির্দেশ করবে? তবু কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? (জাসিয়া/৪৫ : ২৩)

- তথ্য-৩

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ۚ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ .

অনুবাদ: (ব্যবস্থা গ্রহণের) পথ তো কেবল তাদের বিরুদ্ধে যারা বিত্তবান হয়েও (যুদ্ধে না যাওয়ার জন্য) তোমার কাছে অনুমতি চেয়েছিলো; তারা পিছনে থেকে যাওয়াদের সাথে থেকেই সন্তুষ্ট ছিলো; আল্লাহ তাদের মনসমূহে মোহর মেরে দিয়েছেন তাই (অনেক কিছু) তাদের জ্ঞান-বুদ্ধির আওতায় আসে না।

(তাওবা/৯ : ৯৩)

এ ধরনের আয়াতের প্রচলিত ব্যাখ্যা থেকে চালু হওয়া কথাসমুহ

কাফির ও মুশরিকরা-

১. বুঝতে গেলে আল্লাহ তা'য়ালা তাৎক্ষণিকভাবে তাদের মনে মোহর মেরে দেন, তাই তারা কুরআন ও সুন্নাহ পড়ে বা শুনে বুঝতে পারে না।
২. শুনতে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের কানে মোহর বা পর্দা দিয়ে দেন, তাই তারা কুরআন শুনে বুঝতে পারে না।
৩. দেখতে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের কানে পর্দা দিয়ে দেন, তাই তারা প্রকৃতিতে ছড়িয়ে থাকা উদাহরণ দেখেও ঈমান আনতে পারে না

আয়াতসমূহের প্রচলিত ব্যাখ্যার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

- কোনটি সঠিক? আল্লাহ যদি কাফির ও মুশরিকদের মনে ও কানে তাৎক্ষণিকভাবে মোহর এবং পর্দা লাগিয়ে দেন তবে তারা কুরআন ও সুন্নাহ পড়ে বা শুনে বা বাস্তব উদাহরণ দেখে শিক্ষা নিয়ে ঈমান আনতে-

  ১. পারবে   ২. অবশ্যই পারবে না   ৩. বলা কঠিন

- কোনটি সঠিক? কাফির ও মুশরিকদের অন্তরে ও কানে তাৎক্ষণিকভাবে মোহর এবং পর্দা লাগিয়ে দিয়ে আল্লাহ তাদের-

  ১. গুনাহ থেকে দূরে থাকতে সহায়তা করেন
  ২. গুনাহ করতে বাধ্য করেন
  ৩. বলা কঠিন

কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন-

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ... ...

অনুবাদ: অথচ তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছিল, জীবন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ অন্তরে একনিষ্ঠভাবে শুধু তাঁর দাসত্ব করতে ... ...   (বাইয়্যেনা/৯৮ : ৫)

اِنَّ اللهَ لاَيَأمُرُ بِالْفَحْشَاء .

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহ অশ্লীল কাজ করার নির্দেশ দেন না। (আরাফ/৭ : ২৮)

- কোনটি সঠিক? 'মনে ও কানে মোহর এবং চোখে পর্দা পড়ে যাওয়া'- তথ্য ধারণকারী আয়াতসমূহের প্রচলিত ব্যাখ্যা-

  ১. গ্রহণযোগ্য হবে   ২. গ্রহণযোগ্য হবে না
  ৩. গ্রহণযোগ্য হতেও পারে   ৪. বলা কঠিন

‘মনে ও কানে মোহর এবং চোখে পর্দা লাগিয়ে দেয়া’ বক্তব্য ধারণকারী আয়াতসমূহের প্রকৃত ব্যাখ্যা

বিষয়টি বুঝতে হলে ৩টি বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে-

১. আল্লাহ কর্তৃক প্রদান করা, মেরে দেয়া, লাগিয়ে দেয়া, আদেশ করা ইত্যাদি কথার প্রকৃত ব্যাখ্যা।

২. Common sense উৎকর্ষিত এবং অবদমিত হওয়া এবং তার পদ্ধতি।

৩. মন, কান ও চোখে তালা বা পর্দা লেগে যাওয়ার বিষয়টির ব্যাখ্যা এবং এটি যেভাবে ঘটে-

১. আল্লাহ কর্তৃক প্রদান করা, মেরে দেয়া, লাগিয়ে দেয়া, আদেশ করা ইত্যাদি কথার প্রকৃত ব্যাখ্যা। আল্লাহ কর্তৃক প্রদান করা, মেরে দেয়া, লাগিয়ে দেয়া, আদেশ করা ইত্যাদি দু’ধরনের-

১. তাৎক্ষণিক (Instanteneous)

২. অতাৎক্ষণিক (Non-instanteneous)

বিষয়গুলো ‘তাৎক্ষণিকভাবে’ সংঘটিত হওয়া বলতে বুঝায়- মানুষ কাজ আরম্ভ করার পূর্বমুহূর্তে বিষয়গুলো সংঘটিত হওয়া।

উদাহরণ

একজন মানুষ একটি বিষয় বুঝতে চেষ্টা করছে ঐ মুহূর্তে তার মনে তালা মেরে দেয়া হলো তাই সে তা বুঝতে পারলো না। বিষয়গুলো ‘অতাৎক্ষণিকভাবে’ সংঘটিত হওয়া বলতে বুঝায়- কাজ শুরু করার পূর্বে তৈরী করে রাখা প্রোগ্রাম অনুযায়ী বিষয়গুলো সংঘটিত হওয়া।

উদাহরণ

১,৫০০ বছর পূর্বে নাযিল হওয়া কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন- ধনী মানুষ চুরি করলে (রাষ্ট্রীয়ভাবে বিচার করে) তার হাত কেটে দাও। একজন ধনী মানুষ চুরি করার পর আজ তার হাত কেটে দেয়া হলো- শাস্তিটি দেয়া হলো আল্লাহর অতাৎক্ষণিক আদেশ অনুযায়ী। তাই, কথাগুলো ধারনকারী কুরআন ও হাদীসের অধিকাংশ স্হানে অর্থ হবে- আল্লাহ কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে তথা আল্লাহর পূর্বে তৈরী করে রাখা প্রোগ্রাম অনুযায়ী বিষয়গুলো সংঘটিত হওয়া।

২. **Common sense** উৎকর্ষিত এবং অবদমিত হওয়া এবং তার পদ্ধতি

মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ তা’য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَاۙ . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا .

অনুবাদ: অবশ্যই সে সফল হবে যে তাকে (Common sense-কে) উৎকর্ষিত করবে। আর অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে তাকে (Common sense-কে) অবদমিত করবে। (আশ্-শামস/৯১ : ৭-১০)

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ

সরল অনুবাদ: তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মন সম্পন্ন হতো যা দ্বারা বুঝতে পারতো এবং এমন কান সম্পন্ন হতো যা দ্বারা শুনতে পারতো। (হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ: তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা মনে থাকা এমন Common sense সম্পন্ন হতো যা দিয়ে কুরআন ও সুন্নাহ পড়ে সঠিকভাবে বুঝতে পারতো এবং এমন কান সম্পন্ন হতো যা দিয়ে কুরআন ও সুন্নাহ শুনে সঠিকভাবে বুঝতে পারতো।

ব্যাখ্যা: দেশ ভ্রমণ করলে কুরআন ও সুন্নাহ তথা সত্য বিষয় সঠিকভাবে বুঝার মতো Common sense এবং শ্রুতিশক্তির অধিকারী হতে পারার কারণ হলো-
পৃথিবী ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানে থাকা বাস্তব বিষয় বা উদাহরণ দেখে জ্ঞান অর্জিত হয়। এর মাধ্যমে মানুষের অন্তরে থাকা Common sense উৎকর্ষিত হয়। ঐ উৎকর্ষিত Common sense -এর মাধ্যমে মানুষ কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়ে বা শুনে সহজে বুঝতে পারে।
বর্তমানে জ্ঞান অর্জনের উপায় হিসেবে ভ্রমণ করার সাথে যোগ হয়েছে-

- বিভিন্ন (বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি) বই পড়া
- Geographic channel দেখা
- Discovery channel দেখা

এ সকল আয়াত থেকে জনা যায়- Common sense যেমন উৎকর্ষিত হয় তেমন তা অবদমিতও হয়। Common sense উৎকর্ষিত হয় কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সত্য ঘটনা ও সত্য কাহিনীর আলোকে জ্ঞান অর্জন করলে। আর Common sense অবদমিত হয় কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান বিরুদ্ধ বিষয় এবং মিথ্যা ঘটনা ও কাহিনী জানা, মানা ও তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে থাকলে।

৩. মন, কান ও চোখে তালা বা পর্দা পড়ে যাওয়া বিষয়টি যেভাবে ঘটে
মানুষের Common sense-এ যদি একটি বিষয় না থাকে তাহলে চোখ সেটি দেখে না তথা দেখেও তার প্রকৃত অর্থ, তাৎপর্য বা ব্যাখ্যা বুঝতে পারে না।

এ তথ্যটি আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-
فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.
অনুবাদ: প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা Common sense) যা অবস্থিত সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain)। (সূরা হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা: এখানে বলা হয়েছে- মানুষের মন তথা মনে থাকা Common sense-এ একটি বিষয় সম্পর্কে পূর্বে ধারণা না থাকলে বিষয়টি চোখে দেখে বা কানে শুনে মানুষ সঠিকভাবে বুঝতে পারে না।

উদাহরণ-১
রোগের লক্ষণ (Symtoms & Sign) আগে থেকে মাথায় না থাকলে রুগী দেখে রোগ নির্ণয় (Diagnosis) করা যায় না

উদাহরণ-২
ছাট বাচ্চাদের আপেল দেখানোর পর নাম বলার আগ পর্যন্ত আপেলের নাম বলতে না পারা

11, Shahid Tajuddin Ahmed Sarani (7th Floor), Insaf Barakah Hospital Complex, Moghbazar, Dhaka, Bangladesh
Phone: 88-02-9341150, Mobile: 01199-474617, E-mail: qrfbd2012@gmail.com, Web: www.qrfbd.com

আল্লাহ মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুরুতে প্রোগ্রাম করে রেখেছেন যে- মানুষ যদি কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান বা বাস্তবতা বিরুদ্ধ বিষয় জানা, বুঝা, গবেষণা এবং তার উপর আমল চালিয়ে যেতে থাকে তবে তার আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের শক্তি Common sense ধীরে ধীরে অবদমিত হতে থাকবে। এক স্তরে এসে ঐ ধরনের মানুষের Common sense এমনভাবে অবদমিত হয়ে যাবে যে সে আল্লাহর কিতাবের আয়াত, নবী-রাসূলগণের সুন্নাহ বা সত্য বিষয় দেখে, পড়ে বা শুনে তার প্রকৃত অর্থ, তাৎপর্য বা ব্যাখ্যা বুঝতে পারার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। এ অবস্থাকে আল্লাহ বলেছেন- মনে ও কানে মোহর এবং চোখে পর্দা পড়ে যাওয়া।

উদাহরণ
ভাইরাসের (Virus) কারণে কম্পিউটার অবদমিত হতে হতে হ্যাংগ (Hang) হয়ে যাওয়া। তাই ‘মনে ও কানে মোহর এবং চোখে পর্দা পড়ে যাওয়া’ তথ্য ধারণকারী আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা হবে এরুপ-

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ . خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝.

(বাকারা/২ : ৬-৭)
সরল অনুবাদ: নিশ্চয় যারা (কুরআন ও সুন্নাহর বিষয়গুলো) অস্বীকার করে তাদের তুমি সতর্ক করো বা না করো তাদের জন্য সমান, তারা ঈমান আনবে না। আল্লাহ তাদের মনে ও কানে মোহর মেরে দিয়েছেন; আর তাদের চোখের উপর রয়েছে আবরণ; আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। তথ্য-১

প্রকৃত ব্যাখ্যা: যারা কুরআন ও সুন্নাহ তথা সত্য বিষয়গুলো অস্বীকার করে তাদের তুমি সতর্ক করো বা না করো তাদের জন্য সমান। আল্লাহর তৈরী করে রাখা প্রোগ্রাম অনুযায়ী তারা ঈমান আনবে না। কারণ, আল্লাহর তৈরী করে রাখা প্রোগ্রাম হলো- যারা কুরআন, সুন্নাহ ও বাস্তবতা বিরুদ্ধ বিষয় জানা, বুঝা, গবেষণা ও আমল করা নিয়ে মশগুল থাকে তাদের মনে ও কানে মোহর লেগে যাবে। ফলে তারা ঐসব বিষয় থেকে সঠিক শিক্ষা নিতে এবং সে অনুযায়ী আমল করতে পারবে না। আর এর ফলস্বরূপ তাদের কঠোর শাস্তি পেতে হবে।

তথ্য-২

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ .

অনুবাদ: তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছো, যে নিজ খেয়াল-খুশীকে তার ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? আর আল্লাহ স্বজ্ঞানে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন এবং তার কান ও মনে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর পর্দা এঁটে দিয়েছেন, অতএব আল্লাহর পরে কে তাকে পথনির্দেশ করবে? তবু কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? (জাসিয়া/৪৫ : ২৩)

প্রকৃত ব্যাখ্যা: তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছো, যে নিজ খেয়াল-খুশীকে তার ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? এ কারণে আমার তৈরী প্রোগ্রাম অনুযায়ী তার কান ও মনে মোহর লেগে গেছে এবং তার চোখের উপর পর্দা পড়ে গেছে। এ কারণে সে পথভ্রষ্ট হয়েছে ।

আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম, বিধান বা প্রাকৃতিক আইন জানার উপায়সমূহ

- কোনটি সঠিক? মানুষের জীবনের সকল দিকের প্রোগ্রাম (বিধি-বিধান, প্রাকৃতিক আইন) যদি আল্লাহ মানুষকে নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি বা গবেষণার মাধ্যমে বের করে নিয়ে পালন করতে বলতেন তাহলে-
  ১. মানুষের দুঃখের কোনো সীমা থাকতো না   ২. মানুষ শান্তিতে থাকতো
  ৩. মনে হয় মানুষ শান্তিতে থাকতো   ৪. বলা কঠিন

মহান আল্লাহ হচ্ছেন মানুষের জন্য সর্বাধিক কল্যাণকামী ও দয়ালু সত্তা। তাই তিনি তাঁর তৈরী করা প্রোগ্রাম (কদর বা তাকদীর) মানুষকে জানানোর বিভিন্ন ব্যবস্হা করেছেন বা জানার উপায় বলে দিয়েছেন সে ব্যবস্হাগুলো হলো-

১. কিতাবের মাধ্যমে
   কিতাবের মাধ্যমে মানুষের জীবনের সকল মৌলিক প্রোগ্রাম ও বিষয় প্রত্যক্ষভাবে (সরাসরি) এবং অমৌলির রাসূলকে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর কিতাবের শেষ সংস্করণ হচ্ছে আল কুরআন
২. সুন্নাহর মাধ্যমে
   নবী-রাসূলগণের প্রকৃত সূন্নাহের মাধ্যমে সকল মৌলিক ও অমৌলিক বিষয় জানিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর কিতাব না পড়ে শুধু হাদীস পড়লে কেউ মৌলিক ও অমৌলিক পার্থক্য করতে পারবে না। ফলে চরমভাবে বিভ্রান্ত হবে।
৩. চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে
   আল্লাহর তৈরী সকল প্রোগ্রাম বিস্তারিতভাবে কুরআন সুন্নাহে সরাসরি উল্লেখ নেই। তবে তা আছে প্রকৃতিতে। আর কুরআনে থাকা প্রোগ্রামের কিছু উল্লেখিত আছে বিস্তারিতভাবে, কিছু সংক্ষিপ্তভাবে এবং কিছু ইঙ্গিত আকারে।

তাই, আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense এর আলোকে চিন্তা-গবেষণা করে ঐ প্রোগ্রামগুলো আবিষ্কার (Discover) করা এবং কাজে লাগানোর জন্য-
১. বার বার বলেছেন
২. না করার জন্য তিরস্কার করেছেন।

ঐ গবেষণা তিনি কোনো কালের মানুষদের জন্য নির্দিষ্ট করেননি। ঐ গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে সকল যুগের যোগ্য মানুষদের কিয়ামত পর্যন্ত। ঐ গবেষণা করতে হবে বিজ্ঞান ও ধর্মীয় সকল বিষয় নিয়ে। আর ঐ গবেষণা দু'ভাবে কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসবে-
১. আবিষ্কার হওয়া বিষয়ের সরাসরি কল্যাণ
২. কুরআনের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার কল্যাণ

দ্বিতীয় কল্যাণের বিষয়টি কুরআন উল্লেখ করেছে এ ভাবে-

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ

অনুবাদ: শীঘ্রই আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) দেখাতে থাকবো, যতোক্ষণ না তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য। (হা-মিম-আস সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা: দিগন্ত হলো খালি চোখ, অনুবিক্ষণ এবং দুরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতোদূর যায় ততোদূর। তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে- খালি চোখ, অনুবিক্ষণ ও দুরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতোদূর যায় ততোদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে আল্লাহর তৈরী করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরী প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে।

কুরআন ও সুন্নাহে যে সকল বিষয়ের প্রোগ্রাম উল্লিখিত আছে তার কয়েকটি

০১. সৎ মানুষ তৈরীর প্রোগ্রাম
০২. সুখী পরিবার তৈরীর প্রোগ্রাম
০৩. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ার প্রোগ্রাম
০৪. সামাজিক সাম্য তৈরীর প্রোগ্রাম
০৫. সুখী সমাজ তৈরীর প্রোগ্রাম
০৬. দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রোগ্রাম
০৭. কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রোগ্রাম
০৮. সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রোগ্রাম
০৯. সমাজ থেকে চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস ইত্যাদি নির্মূলের প্রোগ্রাম
১০. যুদ্ধ জয়/পরাজয়ের প্রোগ্রাম
১১. রাষ্ট্র পরিচালনার প্রোগ্রাম
১২. পারস্পরিক মধুর সম্পর্ক গঠনের প্রোগ্রাম
১৩. ব্যবসা-বাণিজ্য করার প্রোগ্রাম
১৪. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার প্রোগ্রাম
১৫. পরকালে সুখে-শান্তিতে থাকার প্রোগ্রাম
১৬. পরকালে অশান্তিতে থাকার প্রোগ্রাম
১৭. শরীর-স্বাস্থ্য গঠনের প্রোগ্রাম
১৮. যুদ্ধের বিভিন্ন পদ্ধতির প্রোগ্রাম
১৯. মহাকাশ অভিযানের প্রোগ্রাম
২০. রোগ প্রতিরোধের প্রোগ্রাম
২১. HIV ও AIDS থেকে বাঁচার প্রোগ্রাম
২২. পোশাক-পরিচ্ছদের প্রোগ্রাম।

যে মূল কারণে আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেয়া ধরনের কথার প্রকৃত ব্যাখ্যা এতোদিন উদঘাটন করা সম্ভব হয়নি

- কোনটি সঠিক? আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেয়া ইত্যাদি কথার উল্লিখিত ব্যাখ্যা বোঝা/উদ্ভাবন করা-

  ১. সহজ ২. তেমন কঠিন নয় ৩. ভীষণ কঠিন ৪. বলা কঠিন

যে মূল কারণে আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেয়া ইত্যাদি কথার প্রকৃত ব্যাখ্যা এতোদিন উদঘাটন করা সম্ভব হয়নি-

১. কুরআনের জ্ঞান অর্জন কার বা ব্যাখ্যার প্রচলিত মূলনীতি।
২. কুরআন গবেষনা করার প্রচলিত অবস্থা।
১. কুরআন ব্যাখ্যার প্রচলিত মূলনীতি

- দলিল-১

১. সহীহ আকীদার অধিকারী হওয়া
২. প্রবৃত্তির অনুগামী না হওয়া
৩. ইলমুত তাওহীদ জানা
৪. কুর'আনের ব্যাখ্যা কুর'আন দ্বারা করা
৫. কুর'আনের ব্যাখ্যা কুর'আনে না পাওয়া গেলে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সুন্নাত দ্বারা ব্যাখ্যা করা
৬. কুর'আন, সুন্নায় স্পষ্ট ব্যাখ্যা না থাকলে সাহাবা (রা.)-এর বক্তব্য দ্বারা ব্যাখ্যা করা
৭. সাহাবা রা.-এর বক্তব্য না পাওয়া গেলে তাবেয়ীদের বক্তব্য দ্বারা তাফসীর করা
৮. আরবী ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিত হওয়া
৯. ইসলামী আইন তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান রাখা
১০. শানে নযুল জানা
১২. নাসেখ মানসুখ সম্পর্কে জ্ঞান রাখা।
১২. মুহকামাত-মুতাশাহিবাত সম্পর্কে জ্ঞান রাখা
১৩. ইলমুল কিরআত জানা,
১৪. কুর'আনের সাথে সম্পর্কিত প্রভৃতি মৌলিক বিষয়ের জ্ঞান থাকা
১৫. একই বিষয়ে একাধিক বক্তব্য থাকলে একটি উপর অগ্রাধিকার দেয়ার জ্ঞান থাকা তথা একাধিক অর্থ থেকে একটিকে প্রাধান্য দেয়ার সুক্ষ্ম জ্ঞান থাকা।
(কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি, মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন, মান্না' আল কাত্তান, পৃষ্ঠা- ৩২১)

- দলিল-২

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহ.) ইমাম বাগাবী (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, যার মধ্যে নিম্নোল্লিখিত শর্তগুলোর একটিও কম থাকবে, তার জন্য কোনো মুজতাহিদ ইমামের তাকলীদ (অন্ধ অনুসরণ) করা ব্যতীত অন্য পথ নেই।
১. কুরআনের সকল আয়াত নাযিল হওয়ার সময়কালের জ্ঞান
২. নাসিখ-মানসুখ সম্পর্কিত জ্ঞানা
৩. মুজমাল (সংক্ষিপ্ত) আয়াতসমূহর জানা

৪. মুতাশাবিহ আয়াতসমূহের জানা

৫. পুরো কুরআনের ব্যাখ্যায় রাসূল (স.)-এর রেখে যাওয়া দশ লক্ষ হাদীস সনদের ভিন্নতাসহ জানা আবশ্যক। কমপক্ষে যে সকল হাদীস দ্বারা শরিয়তের বিধি-বিধান সাবস্ত হয় সেসব হাদীস সনদ, মতন ও রাবীদের জীবন ইতিহাসসহ মুখস্ত থাকা।

৬. আরবী ভাষা সম্পর্কে দক্ষ ও অভিজ্ঞ হওয়া

৭. আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে বুদ্ধিমত্তা ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা বিশষভাবে ভূষিত হওয়া

৮. প্রখর স্মরণশক্তি ও জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া

৯. ইজতিহাদ ও মাসআলা চয়নের নীতিমালা সমূহের ওপর পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখা।

(১. কান্জুল উসূল ইলা মা'রিফাতিল উসূল-২৭০, ২. উসূলি ফিকাহ লি আবু হুরায়রা-২৩৬, ৩. আল মালাল ওয়ান নাহাল-১/২০০, মিশরী ছাপা)

<u>কুরআন ও হাদীসের সরাসরি তথ্যের ভিত্তিতে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশ উদ্‌ঘাটিত</u>

- কুরআনের জ্ঞান অর্জনের মূলনীতিসমূহ

১. কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো বক্তব্য নেই

২. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন

৩. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো

৪. কুরআনের বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকহ, বিজ্ঞান বা অন্য যাই হোক না কেন

৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর নিকট থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেয়া

৬. একাধিক অর্থবোধক শব্দ বা আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সময় Common sense- এর রায় বা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা

৭. আল কুরআনে শিক্ষা রহিত হওয়া কোনো আয়াত নেই। অর্থাৎ কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে

৮. যে বিষয় কুরআনে নেই সেটি ইসলামের কোন মৌলিক বিষয় নয়

৯. আরবী ভাষা ও গ্রামারের জ্ঞান।

- কোনটি সঠিক? কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতির যে তালিকায় ১নং ও অন্য একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি অনুপস্থীত সেটি-

১. ইসলামের প্রকৃত মণীষীগণের তৈরি করা

২. গোয়েন্দা মণীষীরা তৈরি করে ইসলামের প্রকৃত মণীষীদের নামে চালিয়ে দিয়েছে

৩. কোনটি সঠিক নয়

৪. বলা কঠিন

২. কুরআন গবেষনার প্রচলিত অবস্থা

গ্রন্থ-১

হিজরী সপ্তম শতকের প্রারম্ভ থেকে খালিস তাকলীদের (অন্ধঅনুসরণ) যুগের সূচনা হয়। এ যুগে ইজতিহাদ (গবেষণা) করার মত যোগ্যতাসম্পন্ন লোক না থাকার কারণে ইজতিহাদ প্রক্রিয়া প্রায় থেমে যায়। ফলে উলামায়ে কিরাম ও সাধারণ মানুষ সকলেই তাকলীদ করতে আরম্ভ করে। এমনকি মাস'আলার ব্যাখ্যা ও অনুশীলনেরও এখন খুব বেশী প্রয়োজন হয় না। কেননা, ৪র্থ যুগ ও ৫ম যুগের (তৃতীয় হি: থেকে ষষ্ঠ হি: শেষ পর্যন্ত) ফকীহগণ এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ফিকাহশাস্ত্র বা ইসলামী আইনশাস্ত্র তৈরী করে গিয়েছেন যাতে মানব জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান রয়েছে।

আমাদের চোখে সমস্যা যতো নতুন বলেই দৃষ্ট হোক না কেন তার সমাধান ফুকাহেকীরামের কিতাবসমূহে রয়েছে। সেখানে হয় ঐ সমস্যার সুনির্দিষ্ট সমাধান রয়েছে অথবা তা সমাধানের মূলনীতি উল্লিখিত আছে। সে যুগের (ষষ্ঠ হিজরীর শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত যুগ) কিতাবসমূহে এমন সমস্যারও সমাধান রয়েছে যা বাস্তবে এখনো ঘটেনি। সেখানে এতো খুটিনাটি সমস্যারও সমাধান রয়েছে যা এখন অলীক বা কল্পনা বলে মনে হয়। তবে কালের বিবর্তনে হয়তো কোন এক সময়ে সেগুলোর উদ্ভব হবে।

তখন সেগুলোর সমাধান ঐ পুরাতন কিতাবেই পাওয়া যাবে। নতুন ইজতিহাদের প্রয়োজন হবে না। বস্তুত এটি হচ্ছে ইসলামের মু'জিজা বা শান যা (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)- নিশ্চয় আমরাই যিক'র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমরা এর সংরক্ষণকারী (সূরা হিজর/১৫ : ৯) ঘোষনার বাস্তব প্রতিফলন। অতএব এখন ইজতিহাদ (গবেষণা) করার অর্থ হলো জ্ঞাত বিষয়কে জানার জন্য অযথা চেষ্টা করে সময় ও শক্তির অপচয় করা।

হ্যাঁ, যদি এমন কোনো সমস্যার উদ্ভব হয় যার সমাধানের উপলক্ষ্য সে যুগের কিতাব সমূহে নেই এবং সেখানে এর মূলনীতিও উল্লেখ নেই তবে অবশ্যই ইজতিহাদ (গবেষণা) করতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে ইজতিহাদের দরজা চিরকালই খোলা আছে এবং থাকবে। এতে কারো কোনো মতভেদ নেই। তবে তা মাযহাব চতুষ্টয়ের নির্ধারিত মূলনীতির ভিত্তিতেই করতে হবে।

মোদ্দা কথা হলো- ইসলামে যেমন ইজতিহাদের দার অবরুদ্ধ নয় তেমনি বল্গাহীন ইজতিহাদেরও কোন সুযোগ নেই। এ যুগে কয়েকজন বিশিষ্ট আলিমই দরজায়ে ইজতিহাদে (গবেষণা করার মানে) পৌঁছেছিল। তবে তা ছিল এ যুগের প্রথমরার্ধের দিকে। যেমন- আল্লামা কামাল ইব্‌ন হুমাম (রহ.), আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী (রহ.), আল্লামা ইব্‌ন তায়মিয়া (রহ.), আল্লামা ইব্‌ন কায়্যিম (রহ.) প্রমুখ।

(ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ- ১ম প্রকাশ জুন ২০০৪, পৃষ্ঠা-৭৯; প্রকাশক- ড. আ. ন. ম. আবদুর রহমান, পরিচালক, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)
লেখক মন্ডলী

১. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ফরীদী
২. মাওলানা এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম
৩. ড. মাওলানা মহফুজুর রহমান
৪. মাওলানা আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম

৫. মাওলানা মুহাম্মাদ মুসা।
৬. মাওলানা যাইনুল আবেদীন
৭. মাওলানা কাজী আবু হোরয়া
৮. ড. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল হক
৯. ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ
১০. মোঃ এবদুল্লাহ।

সম্পাদক মন্ডলী
১. মাওলানা মুহিউদ্দিন খান
২. মাওলানা যাইনুল আবেদীন
৩. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ফরীদী
৪. মাওলানা আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম
৫. মাওলানা মুহাম্মাদ আবু সুফিয়ান যাকী।

গ্রন্থ-২
... ...সে যুগের (ষষ্ঠ হিজরীর শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত যুগ) কিতাবসমূহে এমন সমস্যারও সমাধান রয়েছে যা বাস্তবে এখনো ঘটেনি। সেখানে এতো খুটিনাটি সমস্যারও সমাধান রয়েছে যা এখন অলীক বা কল্পনা বলে মনে হয়। ... ... অতএব এখন ইজতিহাদ (গবেষণা) করার অর্থ হলো জ্ঞাত বিষয়কে জানার জন্য অযথা চেষ্টা করে সময় ও শক্তির অপচয় করা। (ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ- ১ম প্রকাশ জুন ২০০৪, পৃষ্ঠা-৭৯; প্রকাশক- ড. আ. ন. ম. আবদুর রহমান, পরিচালক, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)

গ্রন্থ-৩
১ম ও ২য় যুগের মুজতাহিদগণ (গবেষকগণ) এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ফিকাহশাস্ত্র দান করিয়া গিয়াছেন যাহাতে মানব জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যারই সমাধান রহিয়াছে। ... ... অতএব এখন ইজতিহাদ (গবেষণা/কিয়াস) করার অর্থ জ্ঞাত বিষয়কে জানার চেষ্টা করিয়া সময় ও শক্তির অপচয় ব্যতীত অন্যকিছু হইবে না।
(হেদায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশের পুন:মুদ্রণ, মে ২০০৫ ইং, পৃষ্ঠা-৫২, কওমী এবং আলীয়া মাদ্রাসার পাঠ্যবই)
মূল লেখক: বোরহান উদ্দিন আল মারগানানী। জন্ম- ৫১১ হি:, মৃত্যু-৫৯৩ হি:।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে ইসলাম সঠিকভাবে বুঝা, সে অনুযায়ী আমল করা এবং অপরকে বুঝানো তৌফিক দান করুন। আমিন! ছুম্মা আমিন!!

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে

ওয়েবসাইট : www.qrfbd.org

ই-মেইল : qrfbd2012@gmail.com

সার্বিক যোগাযোগ

০১৯৪৪-৪১১৫৫৯(আইটি), ০১৯৭৯-৪৬৪৭১৭(দাওয়াহ)